1. Deptt of Philosophy, Semester-II (Hons.)
PAPER - CC-4
Immanuel Kant From:- Arun Dal

* কান্টের মতে পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ বা বচন কিভাবে সম্ভব?

অথবা

কান্টের 'Critique of Pure Reason' এর মূল সমস্যা কি? কান্ট কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করেছেন?

Ans:~ কান্ট তাঁর Critique of Pure Reason নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে যে প্রশ্ন উত্থাপিত করেছেন, তা হল: পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ কিভাবে সম্ভব? - এই প্রশ্নটি Kant-এর দর্শনের মূল সমস্যা, কান্ট অবধারণ গুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভেদ করেছেন - বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক,

বিশ্লেষক বচন বা অবধারণ হল সেই বচন, যে বচনের বিধেয়টি অন্তর্নিহিত ভাবে উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যে নিহিত থাকে, এই জাতীয় বচনের বিধেয় উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত থাকে অথবা উদ্দেশ্যের অর্থের একটি অংশ হয়। বিশ্লেষক বচনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে বা সংশ্লিষ্ট ধারণার সঙ্গে বিধেয় কিছু যোগ করে না, কেবলমাত্র বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করে কিংবা উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যে যা নিহিত থাকে, তাকে কেবলমাত্র বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে, যেমন - 'সব জড় বস্তুর বিস্তৃতি আছে' - এটি একটি বিশ্লেষক বচন, আবার যদি বলা হয় - 'সব মানুষ হয় বুদ্ধিমান জীব' - তাহলে বচনটিকে বিশ্লেষক বলা হবে, কারণ মানুষের দুটি গুণ

'বুদ্ধিবৃত্তি' এবং 'জীববৃত্তি' – এই দুটি গুণকেই এই বচনের বিধেয়র মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে, এই জাতীয় বচন আমাদের নতুন কোন জ্ঞান বা তথ্যের সন্ধান দেয় না, কেবলমাত্র উদ্দেশ্য পদের অন্তরে অন্তর নিহিত অর্থটিকে ব্যাখ্যা করে মাত্র, এই বচন গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে হয় না, এগুলি হল অভিজ্ঞতা পূর্ব বা পূর্বতঃসিদ্ধ (a priori) এবং আত্মব্যাঘাত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

অপর পক্ষে সংশ্লেষক বচন হল সেই বচন, যা পূর্ব থেকেই উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত থাকেনা, যা উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন ধারণা সূচিত করে বা তথ্য বা জ্ঞানদান করে, যেমন – 'সব জড় পদার্থের ওজন আছে' – এখানে ওজনের ধারণা জড়বস্তুর ধারণার মধ্যে নিহিত নেই বা জড়বস্তুর অর্থের কোন অংশ নয়। সুতরাং সংশ্লেষক বচনের বিধেয় কেবলমাত্র উদ্দেশ্য পদের ধারণাকে বিশ্লেষণ করে না, বরং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান দান করে, এই জাতীয় বচনকে অস্বীকার করলে কোন স্ববিরোধীতা হয় না। কান্টের মতে এই জাতীয় বচনের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের বিস্তার হয়।

অপর পক্ষে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে বচনগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় – অভিজ্ঞতা প্রসূত বা পরতঃসাধ্য এবং অভিজ্ঞতা পূর্ব বা পূর্বতঃসিদ্ধ, প্রত্যক্ষজ্ঞানের ভিত্তিতে যে অবধারণ করা হয়, তাকে বলে অভিজ্ঞতা প্রসূত। যেমন – 'চিনি জলে গলে যায়', অপর পক্ষে যে বচন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না, তাকে বলা হয় পূর্বতঃসিদ্ধ বা অভিজ্ঞতাপূর্ব, যেমন –
৭+৫=১২, সকল কাক হয় কালো; ইত্যাদি।

সুতরাং চার প্রকার বচন বা অবধারণ পাওয়া যায়।

যথা - 1. বিশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা প্রসূত বচন,

2. বিশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা-পূর্ব বচন,

3. অভিজ্ঞতা প্রসূত বা পরত: সাধ্য সংশ্লেষক বচন,

4. অভিজ্ঞতা পূর্ব বা পূর্বত: সিদ্ধ সংশ্লেষণাত্মক বচন,

বচনের উদ্দেশ্য পদটি অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত, বিশ্লেষক বচনমাত্রই অভিজ্ঞতাপূর্ব, কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্য না নিয়ে আমরা বিশ্লেষক বচনের বিধেয় পদকে উদ্দেশ্য পদের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি, কাজেই বিশ্লেষক বচন অভিজ্ঞতা প্রসূত হতে পারে না, অন্য তিন প্রকারের বচনের মধ্যে সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা পূর্ব বা পূর্বত: সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। কান্টের মতে - পূর্বত: সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ কিভাবে সম্ভব?

কান্টের মতে, বিজ্ঞানের, বিশেষকরে পদার্থবিজ্ঞানের বচনগুলি পূর্বত: সিদ্ধ এবং সংশ্লেষক উভয়ই, যেমন প্রতিটি ঘটনার কারণ আছে — এই ঘটনাটিতে কারণের ধারণাটি ঘটনার ধারণার মধ্যে নিহিত নেই, বরং কারণের ধারণাটি ঘটনা সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান দান করেছে, - তাই এই বচন সংশ্লেষক, আবার উক্ত বচনটি পূর্বত: সিদ্ধ, কেননা এটি ~~ইন্দ্রিয়~~ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে গঠিত হয়নি, সুতরাং এই বচনটি সার্বিক ও অনিবার্য, প্রতিটি ঘটনার যে কারণ ~~আ~~ আছেই এই ধারণা সর্বক্ষেত্রে সত্য হয়। সুতরাং কান্ট দেখিয়েছেন যে, পদার্থ বিজ্ঞানে পূর্বত: সিদ্ধ সংশ্লেষক বচন গঠন করা সম্ভব,

আবার কান্টের মতে গণিত শাস্ত্রেও বচনগুলি

Scanned with CamScanner

A

একটি সত্যই পূর্বত:সিদ্ধ ও সংশ্লেষক, যেমন—৭+৫=১২ — এই বচনটি একদিকে অনিবার্য আবার অন্যদিকে অভিজ্ঞতা মূলক, সামান্যীকরণ নয়, কান্টের মতে এই বচনটি আবার সংশ্লেষক, কারণ ৭ এবং ৫-এর ধারণার মধ্যে ১২-এর ধারণা কোন মতে নিহিত নেই, ৭+৫ =১২ বলতে আমরা নতুন ধারণা পাই না, ৭+৫ থেকে ১২ এর ধারণা পৃথক অর্থাৎ ১২ এবং ৭+৫ এর যোগফল যে সমান তা সর্বক্ষেত্রে, সর্বকালে সত্য,

কান্টের মতে বিশুদ্ধ জ্যামিতির বচন গুলিও পূর্বত:সিদ্ধ সংশ্লেষক বচন, যেমন সরলরেখা দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব থেকে ব্যক্ত করে, এক্ষেত্রে সরলরেখার ধারণাকে ব্যক্ত করে দূরত্বের ধারণাকে পাওয়া যায় না, কারণ সরলতা গুণ প্রকাশ করে এবং ন্যূনতা দূরত্বের পরিমাণ নির্দেশ করে, আবার এই বচনটি পূর্বত:সিদ্ধ, কারণ এটি অনিবার্য, বচনটি গঠন করার সময় আমাদেরকে অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে হয় না, এগুলি অভিজ্ঞতাপূর্ব বা পূর্বত:সিদ্ধ এবং আবশ্যিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের মনে অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক প্রক্রিয়া করার ক্ষমতা আছে,

কান্টের মতে, সংবেদন গুলি কতকগুলি সার্বিক আকার আরোপ করে, বহু বিশেষ সংবেদনের ওপর একটি বিশেষ আকার আরোপ করার অর্থ হলো একটি সার্বিক বচনের মাধ্যমে সংযুক্ত করা, কান্টের মতে, বুদ্ধির সাংশ্লেষিক ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকারই হল সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতাপূর্ব জ্ঞান। পূর্বত:সিদ্ধ সংশ্লেষক বচন কিভাবে সম্ভব - এই হল তারই ব্যাখ্যা।

Scanned with CamScanner